পরাণে বাজে বাঁশি

শহিদ হোসেন খোকন

Sayansg@singnet.com.sg

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাস এলেই মনটা কেমন আকুপাকু করে বই মেলায় যাবার জন্যে। শিশুরা বাবার হাত ধরে বইয়ের দোকানে ঢুঁ মারছে মেয়েরা নানা বাহারি শাড়ি চুড়িতে নিজেকে সাজিয়ে কলহাস্যে বাংলা একাডেমী মুখরিত করছে কখনো বা পাঠকরা লম্বা লাইন দিয়ে প্রিয় কোন লেখকের বই কিনছে, লেখকরা অটোগ্রাফ দিতে দিতে গলদঘর্ম হচ্ছে এবং অমলিন হাসিতে অটোগ্রাফ শিকারির নাম জিঙ্গেস করছে এরকম দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করে। এ যেন একটা উৎসব, প্রাণের উৎসব।

লিষ্ট অনুযায়ী আমিও আমার আরাধ্য বইগুলো খুঁজে ফিরি। আমার সঙ্গী থাকে দীপক ভৌমিক, দীপক 'আমাদের সময়' নামে এক দৈনিকে চাকরি করে বই মেলার রিপোর্ট করাটা পার্ট অফ হিজ যব। কোন প্রাকাশনী থেকে কার কয়টা নতুন বই বের হলো এসব টুকে নেয়া। দীপক নিজেও একজন কবি অখ্যাত কবি, সে সুবাদে ওর সারির আরো ক'জন কবির সঙ্গে আড্ডা জমে লেখক কুন্জে। বড় কবিরা লেখককুন্জে আসেন না তারা বইয়ের স্টলে বসে থাকেন অটোগ্রাফ দেবার জন্য, লেখক উপস্থিত থাকলে বইয়ের কাটতি নাকি ভাল হয়।

দীপকদের আড্ডার বিষয়বস্তুর কোন আগা মাথা নেই। হাফিজ নামে এক ভদ্রলোক শুরু করলেন আরকানের রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য কি করে পৌঁছল সে ইতিহাস, তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল টেকো মাথার লোকটা, সে নাকি ঋতিক ঘটকের সহকারি ছিল - উনি জুড়ে দিলেন সিনেমার পেচাল - বাংলা ছবির আজ কি দৈন্যদশা ঋতিকদা'র মতো পরিচালক আজ আর কোথায় ! তারেক মাসুদ বানালো মাটির ময়না - কি আছে সে ছবিতে? একজন মূর্খ বুড়ো মাওলানাকে দিয়ে সে লাঠিখেলা শেখালো আর কমিউনিজম সম্পর্কে এমন সব ডায়লগ ঐ ব্যাটার মুখে জুড়ে দিল শুনে আমার গা জ্বলে গেছে, একজন আজো পাড়াগাঁয়ে থাকা মাদ্রাসার দাড়োয়ান কমিউনিজমের কি বোঝে? আরে ৭০ এর দশকে অজোপাড়াগাঁয়ের সে লোক কমিউনিষ্ট শব্দটাই তো কখনো শোনেনি।

কবি মজিবুল হক বলেন - থাক বাদ দেন।

টেকো গলা এক ধাপ উঁচুতে তুলে বলে - বাদ দেবো মানে ! আরে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সে যে কাজটা করলো সেটা তো জোচ্চুরি - উইদিন থ্রি মিনিটসের সর্টে সে যুদ্ধ বাঁধল এবং দেশ স্বাধীন করে দিল ! আরে বেটা মুক্তিযুদ্ধটা কি ছেলের হাতের মোয়া যে বানালি আর টপাটপ খেয়ে ফেললি.....

থাকগে, নতুন পরিচালক একটু ভুল ত্রুটি তো থাকবেই - মজিব সাহেব একটু কমফর্ট করার চেষ্টা করেন।

....মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তামাশা করবে কেন? আরে বেটা কাজ না জানলে কাজ শিখে কর....ডায়লেকটিক্সটা বুঝলেও অন্তত হয়, ডায়লেকটিক্স কখনো দ্বন্দ্বহীন মানুষ দ্বন্দ্বহীন ঘটনার কথা চিন্তা করতে দেয় না। ক্রিয়েটিভিটি কি এতই সহজ? ঋতিক দা'র কথা চিন্তা করুন মৃণাল দা'র কথা চিন্তা করুন... দারিদ্রতা-ক্ষুধা, পাওনাদারের অপমানে তাদের দিন কেটেছে। দিনের পর দিন চিত্রনাট্য নিয়ে পড়ে থেকেছেন, প্যারাডাইস ক্যাফের পান বিড়ির দোকানে ঋতিক দা'র বিড়ির বিল দাঁড়িয়েছিল ৮০ টাকা.....এই মেঘে ঢাকা তারা ছবিটার কথাই ধরুন....

টেকো মাথাকে আবার থামিয়ে দেন মজিবুল হক সম্ভবত এ আলোচনা অনেক শোনা হয়েছে। মজিবুল হক একজন কবি ইমদাদুল হক মিলনের সমসাময়িক কিছুদিন আগে তার পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে এতে প্রধান অতিথী ছিলেন ইমদাদুল হক মিলন। তার আলোচনায় উঠে আসে নারায়ণগন্জে আলম কেবিনে তাদের আড্ডার সময়গুলোর কথা। তিনি বলেন মিলন বেছে নিল গদ্য আর আমি পদ্য। এক সময় মিলন চলে গেল জার্মানিতে ওখানে বসেই মিলন লিখে ফেলে তার বিখ্যাত উপন্যাস 'পরাধীনতা', জামার্নি থেকে মিলন অনেক চিঠি লিখেছে, মজিবুল হক সে সব চিঠির একটিও হারাননি তিনি সযতনে রেখে দিয়েছেন.....

মাইকে ঘোষনা হচ্ছে সুমন্ত আসলামের নতুন উপন্যাসের নাম - পাঁচটি উপন্যাস বেড়িয়েছে তার এবারের মেলায়। ঘোষিকা এক এক করে উপন্যাসের নাম আর প্রকাশনীর কথা বলে যাচ্ছে। এক লেখকের পাঁচ উপন্যাস - এ নিয়ে আবার শুরু হলো কচকচানি।

এ সব কচকচানির ফাঁক ফোকর গলিয়ে আমাদের দলের নবীন-প্রবীণ সবাই চকিতে সুন্দরী নারীদের আনাগোনা

আর রূপের মাধুরী দেখে নিতে ভোলেন না।

দু'দিন বই মেলায় ঘুরে অনেক বইপত্র কেনা হয়ে গেছে ওজন নিয়ে এবারও এয়ার পোর্ট প্রবলেমে পড়তে হবে। শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা আশা করি হয়ে যাবে। আজ দুপুরে নূহাশ পল্লী যাবার কথা, নূহাশ পল্লীর অনেক গল্প শোনা হয়েছে - সেখানে নাকি পুকুর ভরা মাছ গোয়াল ভরা গরু, বাগানে হরিণ চড়ে বেড়াচ্ছে দুটো রয়েল বেঙ্গল টাইগার খাঁচায় হাসফাস করে, সারা বছর নাকি কুল গাছে কুল আর পেয়ারা গাছে পেয়ারা ধরে থাকে। ছোটখাট একটা পাহাড়ও নাকি আছে সে পাহাড়ে আবার পাইথনের আড্ডা - ভয়ে পাহাড়ের ধারেকাছে কেউ যায় না। সেখানে প্রতিদিন নাটক-সিনেমার শুটিং হয়.....আরো নানা রঙ-বেরঙের গল্প।

বিদেশ থেকে যারা বাংলাদেশে বেড়াতে আসে ফিরে যাবার সময় তারা সুটকি, দই আর রসগোল্লার সাথে গোল্লা গোল্লা গল্পও সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তারপর কোন এক উইক এন্ডে লোকজন দাওয়াত করে খাওয়ায় এবং অতিথীদেরকে সুটকি রসগোল্লার সাথে নানা আষাঢে. গল্পও গলধকরন করতে হয়। বাংলাদেশের ভাওয়াল আঞ্চলে কোন পাহাড় থাকার কথা না কিন্তু যিনি নূহাশের গল্প করেছেন তিন স্ব-চক্ষে দেখে গেছেন, এবার আমার দেখার পালা।

ইন্টারনেটে দেখি নূহাশ পল্লী মাঝে মাঝে পত্রিকার হেড লাইন হয়। একবার দেখলাম মৌলবাদীরা তাদের অভ্যাস মতো ওখানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আগ্রার তাজমহল, সৌদিআরবের কাবা শরিফ আর তাবৎ মসজিদ-মাদ্রাসা ছাড়া পৃথিবীর সব শিল্পকর্ম এবং সুন্দরের ওপর তাদের আক্রোশ। কেন তা বুঝা মুশকিল। আমাদের শহীদ মিনার বার বার আক্রান্ত হয়েছে মৌলবাদী আর মিলিটারি এই দুই অপশক্তির। ২০০১ সালে আফগানিস্থানে তালেবান শাসনের শেষ দিকে তালেবানরা কি করল? খ্রীস্টিয় দ্বিতীয় শতকে নির্মিত ১৮০ ফিট উঁচু এক জায়েন্ট বুদ্ধ মূর্তিকে গুলি আর বোমা মেরে গুড়িয়ে দিল।

নূহাশ পল্লীতে যাবার প্রাক্কালে এক সমস্যা দেখা দিল। সমস্যা হলো ঢাকায় আমি আমার এক কজিন শফিউদ্দীন ভাইয়ের বাসায় উঠেছি ওঠার পর বোঝা গেল ওনার ফ্যামেলিতে বড় রকমের ঝামেলা চলছে, এরা হাসবেন্ড-ওয়াইফ বছরখানেক হলো আলাদা বসবাস করছেন। তাদের দাম্পত্য জীবনের বয়স হলো ১০ বছর। দু'সন্তানের মধ্যে ছেলেটি বড় বয়স ৮ সে তার বাবার সঙ্গে ঢাকায় থাকে আর ভাবি তার ৬ বছরের মেয়েটিকে নিয়ে আদমজীতে বাবার বাড়িতে থাকে। দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা।

দশ বছর অনেক লম্বা সময়, দশ বছর একসঙ্গে বসবাস করার পর কেউ যদি আলাদা থাকতে চায় তাহলে বুঝতে হবে সমস্যা ছোটখাট বা মাঝারি নয় ভয়াবহ রকমের বড়। আমি ভেবে আশ্চর্য হই গতবার যখন এদের বাসায় থেকেছি দুজনকে দেখেছি কি মধুর সম্পর্ক! ভেতরে তাদের এতো তোলপাড়-ঢেউ অথচ বাইরেটা কত স্থির করে রেখেছিল। আর আমিও কেমন চোখ থাকিতে অন্ধ, সাইকলজির ছাত্র হয়ে কোন অসংগতি আমার চোখে পড়েনি।

বিগত এক বছরে তারা আলাদা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে কিংবা হবার চেষ্টা করেছে; যদিও তাদের আইনি ডির্ভোস এখনো হয়নি - এটুকুই যা আশার আলো। এই আলোকে উস্কে দিয়ে এ সংসারের ভাঙ্গন রহিত করা যায় কিনা এরকম একটা প্রায়াস থেকে তাদেরকে একসঙ্গে করেছি আজ সকাল বেলায়। আমার ভূমিকা হলো আমেরিকার এমবেসেডারের মতো - মধ্যস্থতাকারী, দুদলকে চায়ের দাওয়াত দিয়ে সংলাপে বসানো। আমার তো আর এমবেসি হাইকমিশন নেই ওনাদের বাসটাই হলো ভেনু।

ভাবি সকাল সকাল চলে এসেছে আদমজী থেকে, এসেই উনি চায়ের পানি বসিয়েছেন এমন সময় খসরু স্বাধীনের ফোন - হেই ম্যান ! হয়ার আর ইউ নাউ উই অল ওয়েটিং ফর ইউ....স্বাধীনদের সঙ্গে আজ নূহাশ পল্লীতে যাবার কথা দুপুরে এখানকার ঝগড়া-ঝাটি মিটিয়ে ওর সাথে রওয়ানা হবো এরকমটাই ভেবে রেখেছিলাম কিন্তু দুপুরের পরিবর্তে এখনি যেতে হবে শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। আমি একটা কুইক থট দিলাম কি করা যায়? ওখানে যাওয়ার ব্যাপারটা অনেকদিন আগেই ঠিক করা ছিল আবার এদের সংলাপে বসিয়ে মধ্যস্থতাকারী হঠাৎ উধাও হলে পুরো উদযোগটাই ব্যর্থ হবে। আমি স্বাধীনকে বললাম - তোমরা এগিয়ে যাও আমি ভাই ভাবীকে সঙ্গে নিয়ে একটা ক্যাব করে আসছি।

স্বাধীন ছেলেটা বেশ মাই ডিয়ার টাইপ, আড্ডাবাজও - 'দখিনা হাওয়ায়' এক আড্ডায় ওর সঙ্গে আলাপের পর ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, মনে হয় অনেক দিনের চেনা। আর্ট-কালচারের নেশা বড় অদ্ভুত নেশা একবার মাথায় চাপলে নামানো মুশকিল; এ নেশার টানেই স্বাধীন ওর ইংলেন্ডের এপার্টমেন্ট ভাড়া দিয়ে এখানে পড়ে আছে। স্বাধীন খুবই সরলপ্রাণ আর বন্ধুবৎসল ওকে ভাল না বেসে উপায় নেই।

বাসার কাছেই একটা ক্যাব পাওয়া গেল, ড্রাইভার হুজুর টাইপ; বয়স বেশী না তবে দাড়ি-টুপি-সুরমায় মনে হয়

মাঝবয়সী সুফি লোক। এ রকম সুফি লোকের ক্যাব চালানোর কথা না তার থাকার কথা মসজিদে, তবলিগী সমাবেশে - ওয়াজ নসিহত করে করে দিন কাটাবে। ওসব বাদ দিয়ে ক্যাব চালানোর শখ হলো কেন বুঝলাম না। আসলে শখে হয়নি, যাপিত জীবনের রিয়েলিটিই তাকে বাধ্য করেছে এ পেশা বেছে নিতে। আরো একটা ব্যাপার আমার প্রায়ই মনে হয় বাংলাদেশে যত বেশী মৌলভী বাড়ছে এবং যত বেশী ওয়াজ-নতিহত হচ্ছে এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ততই বাড়ছে দূর্নীতি এটা কেবল বাংলাদেশে ঘটছে এমন নয় পৃথিবীর প্রায় সব মুসলিম দেশের একই চিত্র। দূর্নীতির শীর্ষে যে বারটি দেশ আছে তার অর্ধেক হলো মুসলিম প্রধান দেশ।

ছুটির দিনে ক্যাব পাওয়া মুশকিল; আমদের খুব সৌভাগ্য আমরা প্রায় বাসার কাছেই ক্যাবটা পেয়ে গেছি কিন্তু এখন সমস্যা হলো আমাদের ড্রাইভার সাহেব নূহাশ পল্লী চেনে না - সে লোক মুখে শুনেছে ওখানে ছবির শুটিং হয়, ফাটল ধরা দম্পতিও চেনে না তবে গাজিপুর ছাড়িয়ে এটা জানে। স্বাধীনকে ফোন লাগালাম ঠিকানা নেবার জন্যে কথার মাঝখানেই আমার মোবাইল গেল বন্ধ হয়ে - ওটাতে চার্জ নেই। পথিমধ্যে একটা ফোন-ফেক্সের দোকানে ওটা চার্জে দিয়ে আমরা চা খেলাম। ফোন রি-চার্জ করে বিশেষ লাভ হলো না ওটার অবস্থা মুমূর্ষই রয়ে গেল।

গাড়ি টঙ্গী ব্রীজ ছাড়িয়ে হনহন করে ছুটে চলেছে গাজিপুরের দিকে, পথিমধ্য একে তাকে জিঙ্গেস করে নেয়া হচ্ছে আমরা সঠিক রাস্তায় চলছি কিনা। ড্রাইভার সাহেব মনে হলো বেশ মজা পাচ্ছে, একটা নতুন জায়গা আবিস্কারের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে টঙ্গী ব্রীজ পর্যন্ত সে চুপচাপ ছিল এরপর তাকে কথায় পেয়ে বসেছে, তার কৌতুহলও অদম্য। আমাকে বলে - ভাইসাব একটা কথা জিগাই মনে কিছু নিয়েন না আপনেরে খুব চেনা চেনা মনে হইতাছে কই দেখছি কন দেখি।

হুজুর টাইপ লোকজনদের সঙ্গে গল্প করা বিপজ্জনক, এরা কথা শুরু করলে আর থামতে চায় না তাদের গল্পের ভান্ডারও বিশাল - পীর পয়গম্বর, ইহকাল পরকাল, আখিরাত পুলসেরাত, জ্বীন ভূত সব বিষয়ে কথা বলায় এরা পারঙ্গম। একবার বয়ান শুরু করলে আর থামা থামি নেই দূর পাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ঝিকির-ঝিক করে ছুটে চলবে। এই ঝিকির-ঝিক আওয়াজে দু'মিনিটেই আমার মাথা ধরে যাবে। আমি বলি - আমাকে আপনি এর আগে কোথাও দেখেননি আমিও আপনাকে দেখছি বলে মনে হয় না।

আমার কাট কাট উত্তরে সে দমল বলে মনে হয় না। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে - না ভাইসাব আপনে আমারে না দেখলেও আমি আপনেরে দেখছি। আপনের এই নায়কের মতন বেশ ভূষা দেইখাই আমার সন্দেহ হইছে আপনে রিয়াজ ভাই। সত্য কইরা কন ত আপনে রিয়াজ ভাই না?

রিয়াজ ! আমি রিয়াজ হতে যাব কেন আপনি ভুল করছেন।

না ভাইসাব আমি ভুল করলেও আমার এই চক্ষু ভুল করতে পাড়ে না, নূহাশ পল্লীতে যাইবেন শুইনাই আমার মনটার মইধ্যে একটা কামড় দিছে - ঐ খানে নায়ক নায়িকা ছাড়া আর কোন মানুষ যাওনের অনুমতি নাই।

আমি হেসে বলি আমরা কেউ নায়ক নায়িকা না, আমারা ওখানে এমনিতেই বেড়াতে যাচ্ছি।

না ভাই আমারে আপনে ফাঁকি দিতে পাড়বেন না, আপনের বই আমি বহুত দেখছি....ঐ যে শাবনূরের লগে ময়ূরপঙ্খী বইটা করলেন শাবনূররে বাচাইতে গিয়া আপনের পায়ের মইধ্যে গুলি লাগল.....

ড্রাইভারের কথা শুনে আমি হা হা করে হেসে উঠি, পেছনে ভাবিও হেসে ড্রাইভারের কথায় সায় দিয়ে বলে - আপনি ঠিকই ধরেছেন উনিই রিয়াজ সাহেব।

ভাবির কথা শুনে ড্রাইভার কষে ব্রেক করলো, আর একটু হলেই খাঁদে। আমি রেগে গিয়ে বললাম - বিষয় কি?

ড্রাইভার পান খাওয়া কালচে দাঁতগুলো বিকশিত করে বলে - কিছু না স্যার কিছু না...স্যারের সাথে একটু হাত মিলাইতে চাই....হাতটা বাড়ায়া দেন স্যার.....

এর পরের ঘটনা ভয়াবহ। আমাদের জিল্লু ভাই প্রায়ই একটা কথা বলেন - 'বাপের নামে আধা, শ্বশুড়ের নামে গাধা আর নিজের নামে শাহজাদা' রিয়াজের নামে আমি এখন বলির পাঠা। ড্রাইভারের নানা প্রশ্নবাণে আমি জর্জরিত হতে থাকলাম। পূর্ণিমা নাকি শাবনূরের সাথে আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা, কার সঙ্গে আমার ইলিঝিলি সম্পর্ক সেটাও ড্রাইভার সাহেব যাচাই করে দেখতে চায়। আমাদের এসব কথোপকথনে ভাবি মুখ টিপে হাসে। মিররে আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখি; হাসলে ভাবিকে খুব সুন্দর দেখায় নূহাশ পল্লীতে আসব শুনে ভাবি চোখে হালকা করে কাজল দিয়েছেন, এক ফঁকে শাড়িটাও বদলে নিয়েছেন বাসা থেকে। তাকে দেখলে মনে হয় সদ্য বিয়ে হয়েছে।

শফি ভাইয়ের মুখ গম্ভীর। সুযোগ পেলেই তিনি ভাবির সাথে পুরোনো হিসাব পত্র নিয়ে বসছেন দীর্ঘদিনের

ফাটল তিনি একদিনেই জোড়া লাগিয়ে ফেলতে চান, মাঝে মাঝে তাদের অসহিষ্ণুতা আমাদের কানে এসে লাগছে তখন আমাকে আরো বেশী বেশী করে রিয়াজের প্রক্সি দিতে হয়, নয়তো রিয়াজের ভাই-ভাবির দূর্নাম রটে যাবে হাটের লোকের কাছে। হায় রিয়াজ ! তোমার প্রক্সি দেয়া এতো রিড়ম্বনার হবে জানতাম না। আমি দশ বছর ধরে বিদেশে থাকি রিয়াজের একটা ছবি দেখারও সৌভাগ্য হয়নি।

এ দেশের মানুষকে ঠকানো কত সহজ ! সহজেই এরা ওপরতলার মানুষকে বিশ্বাস করে এবং ঠকে - নিয়তির এ চক্রে এরা বাঁধা পড়ে গেছে। আমি অবশ্য ঠকাইনি, ভাড়া যা হয়েছে তার চেয়ে ২০০ টাকা বেশী দিয়েছি এর চেয়ে বেশী না। কারণ আমি ওপর তলার মানুষ না খেটে খাওয়া মানুষ, এতে রিয়াজের সম্মান না থাকলে আমার কিছু করার নেই।

রাজেন্দ্রপুরের শাল বনের ভেতর দিয়ে গাড়ি চলছে; যেতে যেত চোখে পড়ছে - ক্লিষ্ট কিছু মানুষ শাল গাছের শুকনো পাতা কুড়াচ্ছে, সম্ভবত এটা এদের পেশা। আমরা বাঁ দিকের একটা রাস্তায় ঢুকলাম এটাই নূহাশ পল্লী যাবার রাস্তা। আশে পাশের বাড়ি-ঘর গুলো ছবির মতো সুন্দর। ছায়াঘেরা বনানীর ভেতর ছোট ছোট বসতবাটি।

শেষ দিকে দশ মাইলের মতো মাটির রাস্তা ইট-সুরকির বালাই নেই। রাস্তায় বড় বড় গর্ত, যে কোন সময় গর্তে চাকা আটকে যাবার সমূহ সম্ভবনা। এবড়ে-থেবড়ে রাস্তায় ঝাঁকুনীতে আমাদের হাড়-মাংস এক হয়ে যাবার জোগাড়।

ড্রাইভার বলল - ঘাবড়াইয়েন না স্যার মনে মনে দূরুদ শরীফ পড়েন লা ই লাহা ইন্না আন্ত সোবহানাকা ইন্নি কুন্তু.....এভরি বেড থিং হেজ এ গুড থিং। ঝাকুনীতে ভালই হয়েছে - ফাটল ধরা দম্পতি জোড়া লাগতে শুরু করছে, ভাই সাহেব ভাবিকে আগলে ধরে বসে আছেন।

অর্ধেক রাস্তা এসে গাড়ি থেমে গেল, ড্রাইভারকে বললাম বিষয় কি?

সে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে এইটা সিএনজি গাড়ি স্যার গ্যাসে চলে, গ্যাস মনে হয় শেষ দিকে এই জন্য গাড়ির শক্তি কইমা গেছে।

এখন উপায়?

উপায় আছে স্যার, গাড়ি থেইকা নাইমা ধাক্কা দিতে হবে সাথে হজরত আলীর নাম। হজরত আলীর নামে বালা-মসিবত সব কাইটা যায়।

আমরা যখন নূহাশ পল্লীতে পৌছলাম তখম পুকুর থেকে মাছ ধরা হয়ে গেছে, সেগুলো রান্না বান্নার আয়োজন চলছে। এক পিকনিক পার্টিও এসেছে দেখলাম। পিকনিক পার্টির উদ্যোক্তা আর্কিটেক্ট করিম ভাইয়ের স্ত্রী, বিয়ের পরও তিনি পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন। পিকনিক পার্টির প্রায় সবাই তার ক্লাসমেট।

আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানলেন এ আনন্দ আশ্রমের পুরহিত হুমায়ূন আহমেদ, তারপর ঘুরিয়ে দেখাতে লাগনেন তাঁর সাধের নূহাশ পল্লী। নানা রকমের ফল-ফুলের গাছের সমারোহ এখানে। হুমায়ূন আহমেদ যে একতলা ফ্ল্যাটটিতে থাকেন তার সামনেই একটা জাপানি বটগাছ; গাছটি দশ ফিট লম্বা হবে কিন্তু এখনি তার ঝুরি নেমে গেছে মাটিতে। নূহাশ পল্লীর শেষ প্রান্তে একটা পুকুর তাতে আছে একটা শান বাঁধানো ঘাট। হুমায়ূন আহমেদে প্রায় সবকটি গ্রামের নাটকে এই পুকুর এবং ঘাটটিকে দেখা যাবেই। পুকুরের পাশেই একাটা উঠান ওয়ালা বাড়ি তাতে কয়েকটা কুড়েঁ ঘর, গোয়াল ঘর - এগুলো হলো নাটকের সেট। অন্যপাশে একটা ঘের দেয়া জায়গায় কয়েকটা হরিণ। হাতি এবং বাঘ দুটোকে দেখা যাচ্ছে না ।

হুমায়ূন আহমেদকে একথা জিঙ্গেস করলে তিনি হা হা করে হেসে বললেন - যে তোমাকে বাঘের কথা বলেছে সে বাড়িয়ে বলেনি দু'টো বাঘ আছে তবে ওগুলো আর্টিফিসিয়াল - ঐ যে দেখো ডায়নোসরের সঙ্গে ওরা দাঁড়িয়ে আছে শিশুদের আনন্দ দেবার জন্যে। একটা হাতির বাচ্চা কিনব বলে ঠিক করেছিলাম কিন্তু হাতিওয়ালা অনেয্য দাম চায়, একটা বেবী এলিফেন্টের দাম চার লাখ টাকা, হাতি তো আর ডাল ভাত খাবে না ওটা পালতে বছরে খরচ পড়বে আরো চার লাখ, লস প্রোজেক্ট। তবে নাটকের প্রয়োজনে হাতি ভাড়া করে আনা হয়। ঘোড়া আছে কয়েকটা ওগুলো খুব কাজে লাগে, সবুজ ছায়া নাটকে হুমায়ূন ফরিদী ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করে....

হঠাৎ একটা দাবার ঘর দেখে আমাদের চোখ আটকে গেল। দুটো কিং সাইজ বেড জোড়া দিলে যে রকম সাইজ হবে এটা তেমন, একেকটা গুটির সাইজ হবে দু'ফিট। দাবা খেলা আমি মোটেও পছন্দ করি না; ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বসে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না, এখন মনে হচ্ছে এরকম রাজসিক দাবার ঘরে দু'এক দান খেললে মন্দ লাগবে না। অনেকক্ষণ ঘোরঘুরির পর ক্লান্ত হয়ে আমরা চলে এলাম হুমায়ূন আহমেদ যে একতলা ফ্ল্যাটটিতে থাকেন সেখানে। এনট্রেন্সের বরাবর দেয়ালটিতে তাঁর বাবা ফয়জুর রহমান সাহাবের একটা ছবি।

১৯৭১ সালে ফয়জুর রহমান ছিলেন পিরোজপুর জেলার পুলিশপ্রধান-এসডিপিও। ওয়রলেসে মেসেজ এসেছে ঢাকার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে - দেশের সব জেলা মিলিটারির দখলে আছে, সাবডিভিশন এবং থানা লেভেলেও অতি দ্রুত অভিযান শুরু করবে। পুলিশ বাহিনীকে জানানো হচ্ছে তারা যেন সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা করে। ফয়জুর রহমান সাহেব তা করেননি ট্রেজারির সব অশ্র-গোলাবারুদ তিনি তুলে দিয়েছিলেন স্বধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। অকুতভয় এই মানুষটিকে পাক আর্মি হত্যা করে।

তিনটি বেড রুম, বিশাল ডাইনিং আর কিচেন নিয়ে বেশ ছিমছাম ফ্ল্যাট। ডাইনিং টেবিলগুলো জাপানিজ কায়দার, নীচু। চেয়ার নেই ফ্লোরে আসন গেড়ে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসতে হয়। হুমায়ূন আহমেদ যে রুমটিতে থাকেন সে রুমেও একটা জাপানি কায়দার টেবিল আমরা সে টেবিলের চারপাশে আসন গেড়ে বসলাম। আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে স্বাধীন আর করিম ভাই। করিম ভাই একজন আর্কিটেক্ট হুমায়ূন আহমেদের দীর্ঘদিনের বন্ধু। মাছ ভাজা এসে গেছে আমরা খেতে খেতে গল্প করছি।

এখানে আসার পর শফি ভাই আর ভাবি একেবারে বদলে গেছে তারা এতক্ষণ হাত ধরাধরি করে আমাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করল, শফি ভাই কানে কানে কিছু একটা বলে আর ভাবি হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে.....ওদের এরকম সংলগ্নতা দেখে আমার খুব ভাল লাগছিল, ভেবে পুলকিত হয়েছি - আমার আজকের অভিযান একেবারেই বৃথা যায়নি। 'শরপুটি' ভাজা হয়েছে, এ মাছে খুব কাটা হয়। শফি ভাই ভাবিকে মাছের কাটা বেছে একেবারে মুখে তুলে দিচ্ছেন খুবই রোমান্টিক দৃশ্য।

হুমায়ূন আহমেদ মুগ্ধ চোখে এ দৃশ্য দেখছেন। তিনি হাসি হাসি মুখে কাপলকে জিঙ্গেস করলেন - মাছ ভাজা কেমন হয়েছে?

শফি ভাই বলেন - খুবই ভাল হয়েছে স্যার।

তুমি তো আর খাচ্ছ না খাচ্ছে তোমার বউ ভাল-মন্দ তুমি জানবে কি করে?

ভাবি বলছে - না স্যার ওরটা ও আগেই সাবার করে ফেলেছে আমারটাই আমি খাচ্ছি।

হুমায়ূন আহমেদ শফি ভাইয়ের উদ্ধেশ্যে বলেন ও তাহলে তুমি পরের ধনে পোদ্দরি করছো !

করিম ভাই বলেন এটাকে তুমি পোদ্দরি বলছো বলছো কেন হুমায়ূন এ হলো টেক-কেয়ার, ভালবাসাবাসি।

হুমায়ূন আহমেদ বলেন - ও আচ্ছা টেক-কেয়ার....ভালবাসাবাসি ! ক'বছর হলো তোমরা বিয়ে করেছ?

দশ বছর স্যার।

ছেলেমেয়ে ক'জন।

দু'জন, এক ছেলে এক মেয়ে

বাঃ খুব সুন্দর সংসার তোমাদের।

জি স্যার দোয়া করবেন।

দেখে বড় ভাল লাগলো - দশ বছরে তোমাদের ভালবাসাবাসি এতো পোক্ত রয়েছে...বউকে তুমি এখনো কাটা বেছে বেছে মাছ মুখে তুলে দিচ্ছ; এ খুবই রোমান্টিক দৃশ্য বাট ভ্যারি আনইজুয়েল....দশ বছর পর ভালবাসা কাটা বেছে দেবার পর্যায়ে থাকে না। ডাল মে কুচ কালা হেয়।

ভাই-ভাবির মুখ শুকিয়ে গেল। আমিও ভীষণ অবাক হলাম হুমায়ূন আহমেদের কিন অবজারভিশন ক্ষমতা দেখে। 'ডাল মে কুচ কালা' থাকলেও ওনার তা জানার কথা না, ভাই-ভাবি এখানে ষ্ট্রেঞ্জার আজ সকালেও ওরা জানত না এখানে এসে মাছ ভাজা খাবে। ওদের আচরণও আমার কাছে সুখী দম্পতির মতো স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে। সাইকোলজির কোন ফর্মুলায় ফেলে হুমায়ূন আহমেদ তাদের মধ্যকার 'নটঘটের' ব্যাপারটা আঁচ করেছেন সেটা আমার কাছে এক রহস্য।

আমি দেখলাম হুমায়ূন আহমেদ নয় আমাদের সামনে যেন বসে আছেন মিসির আলি। মিসির আলি তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অনেক জটিল সমস্যার সমাধানের পথ বাতলে দেন, মিসির আলিকে সামনে পেয়ে ভাই-ভাবির এ-সমস্যা হাইড করে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি সব ঘটনা খুলে বললাম - গত এক বছর ধরে ওনারা যে আলাদা বসবাস করছেন এবং সম্পর্কটা ডিভোর্স পর্যন্ত গড়াবার উপক্রম....

আমার কথা শুনে হুমায়ূন আহমেদ বললেন - আমি যা ভেবেছিলাম পরিস্থিতি দেখছি তারচেয়েও ভয়াবহ, বল দেখি কি তোমাদের সমস্যা.....

একান্ত ব্যক্তিগত বলে করিম ভাই আর স্বাধীন বাইরে চলে গেল, আমাকে আটকে রাখল দম্পতি। আমি বসে বসে মিসির আলির একটা জটিল সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া দেখতে লাগলাম। প্রায় দু'ঘন্টা আলোচনার পর হুমায়ূন আহমেদ বললেন - ফর দ্যা সেক ওফ উওর ইয়াং চিলড্রেন প্লিজ ডন্ট থিংক ফর ডিভোর্স, আর

একবার চেষ্টা করে দেখো.....

চারটা বেজে গেছে বাবুর্চি এসে তাড়া দিচ্ছিল লাঞ্চের জন্যে, লাঞ্চ শেষ করে হুমায়ূন আহমেদ রেষ্ট নিতে চলে গেলেন, করিম ভাইয়ের ওয়াইফ এসে আমাদের নিয়ে গেল পিকনিক পার্টির আস্তানায়। স্বাধীন বাউল গান দিয়ে আসর জমিয়ে ফেলল প্রপ্স হিসেবে ও কোত্থেকে যেন একটা উইগ যোগাড় করে নিয়ে এসেছে, উইগে ওকে দেখাচ্ছে বাউলের মতোই। স্বাধীন লিডিং গায়ক আমি আর করিম ভাই ওর চেলা। গানের আসার ভালই জমে গেল বলতে হয় কারণ শেষ হতেই দেখি ছেলেমেয়েরা স্বাধীনের অটোগ্রাফ নিচ্ছে পালা করে ছবিও তুলছে। গানে আড্ডায় কাটলো একটা রঙিন বিকেল।

আমরা যখন ফিরছি তখন বিকেলের আলো মরে এসেছে, প্রকৃতিতে সব পাখি ঘরে ফেরার মতো নিস্তব্দতা। আমরাও ঘরে ফিরছি করিম ভাইয়ের মাইক্রোবাসে করে। হুমায়ূন আহমেদ বসেছেন ড্রাইভারের পাশে আমরা পেছনে। মিউজিক প্লেয়ারে গান বাজছে ‘ও আমার উলার পঙ্খীরে যা যা তুই উড়াল দিয়া যা’.....আমি ভেবে পাই না আমার কোথায় যাওয়া উচিত। এদেশটিকে ছেড়ে যেতে আমার কিছুতেই মন সরে না।